৩৪তম

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম
১০০% বিদ্যুতের দেশ বাংলাদেশ

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও।

ঠাকুরগাঁও প.বি.স
ISO 9001 : 2015 Certified

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

৩৪তম

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী	০২
সভাপতির প্রতিবেদন	০৩
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৪-০৫
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	০৬
এক নজরে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০৭
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	০৮
সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি	০৯-১০
বিবিধ সেবা ও চার্জ	১১-১২
গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি	১৩
স্থিরচিত্রে সমিতির কর্মকাণ্ড	১৪

চেয়ারম্যান এর বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৬০৬ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৪৬৬ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮০ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৮৯টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৩৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৯.০১%।

০৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১৮/০২/১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২২ খ্রি. পর্যন্ত ১৩,৩৪৮ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৬,০৪,২৫৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকের হার ৮৮.৬০% এবং এদের মধ্যে অধিকাংশ (৭২.৫৪%) Life line Consumer হওয়ায় ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৪ তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম।

আজকের এই আনন্দঘন দিনে দূর থেকে কষ্ট স্বীকার করে আজকের এই মহতী সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি বোর্ড এবং আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত ১৩,৩৪৮ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৬,০৪,২৫৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫৫১ টি শিল্প এবং ১৪৮৯৮ টি সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ এ অঞ্চলের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে শতভাগ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

বর্তমানে ট্রান্সফরমার চুরির পরিমান অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে গ্রাহক এবং সমিতি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ কমার কারনে এ সমস্ত মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানী করা দুরুহ হয়ে পড়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন যার ফলে সমিতি ও গ্রাহক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সমিতির স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে এই চুরি রোধ করা সম্ভব নয়। তাই সম্মানিত গ্রাহক সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগনকে ট্রান্সফরমার ও বিদ্যুৎ চুরি রোধে সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমিতি নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহক সদস্যদের মাঝে সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কিছু সংখ্যক গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ করেন না। এতে করে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ বিল আদায়ে ব্যস্ত থাকার কারণে অন্যান্য কাজ ব্যহত হয় যা মোটেও কাম্য নয়। তাই সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। বিদ্যুৎ লাইনের নিচে/পার্শ্বে গাছের ডালপালা বিদ্যুৎ লাইনের সঙ্গে লেগে থাকলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায় ও দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই ছয় মাস পরপর সমিতির লোকজন গাছের ডালপালা কাটতে যায়; তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে দূর থেকে কষ্ট স্বীকার করে এসে এ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
ঠাকুরগাঁও পবিস

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী, দূর থেকে আগত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ এবং সভায় উপস্থিত সকল সুধী, আসসালামু আলাইকুম।

"লাভ নয়, লোকসান নয় " এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সমিতির উন্নতি এবং অবনতির সাথে গ্রাহক সদস্যদের স্বার্থ জড়িত। কারণ বিদ্যুৎ ক্রয়ের সাথে পরিচালন ব্যয়, বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত ঘাটতি যোগ করে সমিতির বিদ্যুতের হার নির্ধারণ করা হয়। কাজেই গ্রাহক সদস্যদের নিজেদের স্বার্থেই সমিতির সমস্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মাধ্যমে সমিতিকে গতিশীল রাখা সকল সচেতন গ্রাহক সদস্য'র দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

ক্র: নং	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	
০১	পরিচালনার আয় (বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্য)	২৮৬৬৯৩৩১৪৫	(দুইশত ছিয়াশি কোটি উনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ)
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	১৩৪৯১৬০৫৯	(তের কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ষোল হাজার উনষাট)
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	৩০০১৮৪৯২০৪	(তিনশত কোটি আঠার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত চার)
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয় খাতে ব্যয়	১৮৪৮০৬৭৮০৩	(একশত চুরাশি কোটি আশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত তিন)
০৫	বিতরণ ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৮৪৭৪৭৮৬৪	(আঠার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত চৌষট্টি)
০৬	বিদ্যুৎ বিক্রয় খাতে ব্যয়	১৭৭৭৫৯৭১৮	(সতের কোটি সাতাত্তর লক্ষ উনষাট হাজার সাতশত আঠার)
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১৩২৫৯৮২০১	(তের কোটি পঁচিশ লক্ষ আঠানব্বই হাজার দুইশত এক)
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় (৪+৫+৬+৭ পর্যন্ত)	২৩৪৩১৭৩৫৮৮	(দুইশত চৌত্রিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশত আটাশি)
০৯	অবচয় খাতে ব্যয়	৬৫৯৬০২৫৩১	(পঁয়ষট্টি কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত একত্রিশ)
১০	কর খাতে ব্যয়	৯৮৪২৮৪৮	(আঠানব্বই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ)
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	২১০১৫৬৯৭৬	(একুশ কোটি এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয়শত ছিয়াত্তর)
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে মোট ব্যয় (৮+৯+১০+১১ পর্যন্ত)	৩২২২৭৭৫৯৪৪	(তিনশত বাইশ কোটি সাতাশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ)
১৩	অপারেটিং মার্জিন (৩-১২)	(২২০৯২৬৭৩৯)	(বাইশ কোটি নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত উনচল্লিশ)
১৪	সরকারী ভর্তুকি	০০	
১৫	নন অপারেটিং মার্জিন সুদ	৬৪৮৭৬৯৫৯	(ছয় কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার নয়শত উনষাট)
১৬	নন অপারেটিং মার্জিন অন্যান্য	২৭৯৯৪২৩০	(দুই কোটি উনআশি লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত ত্রিশ)
১৭	নীট মার্জিন (১৩+১৪+১৫+১৬ পর্যন্ত)	(১২৮০৫৫৫৪৯)	(বার কোটি আশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ)

উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালেন্স শীট)

৩০ জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত

ক্র. নম্বর	সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট	টাকা
	ব্যবহার উপযোগী চালু প্লান্ট	
০১	ব্যবহার উপযোগী চালু প্লান্ট	১২৪৯৬৩৭১৮১/=
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষণ	৩৬৬৭১৭০৯৬৬/=
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (১-২)	৮৮২৯১৯৯২১৫/=
০৪	নির্মাণাধীন কাজ	২১৯৫৯৮২১৫৪/=
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	১১০২৫১৮১৩৭০/=
	বিনিয়োগ	
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	৬৪৪৬৫৫/=
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	৬১৩৪৮৯৯১৮/=
০৮	আরইবি রিভলভিং ফান্ড	০০
০৯	ইনভেস্টমেন্ট ইন এসোসিয়েটস কোম্পানী	০০
১০	বিশেষ তহবিল অন্যান্য	১২২৫৬৭২৬৮৬/=
১১	মোট বিনিয়োগ (৬-১০ পর্যন্ত)	১৮৩৯৮০৭২৫৯/=
	চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি	
১২	নগদ	৬১০৩৩০৭৫১/=
১৩	ইমপ্রেস ফান্ড	২৪০০০০/=
১৪	অস্থায়ী বিনিয়োগ	০০
১৫	বিশেষ জমা	৭০০০/=
১৬	হিসাবের খাতে প্রাপ্য বিদ্যুৎ	২৪৯৬৫৩১৬৮/=
১৭	অনাদায়ীযোগ্য হিসাব সঞ্চিতি	(১০৩৫৩০৯৯৭) /=
১৮	হিসাবের খাতে প্রাপ্য অন্যান্য	২৭৩৭৪৬৭৪৩/=
১৯	মালামাল ও সরবরাহ বিবিধ	৩১৬১০৬৬০৬/=
২০	মালামাল ও সরবরাহ মারচেইনডাইজ	৫৭৮৯৯৫/=
২১	অগ্রিম পরিশোধ	৪০০০০/=
২২	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্ত সম্পদ	১০৩৭০৩৯২৬/=
২৩	মোট চলতি ও প্রাপ্ত সম্পদ (১৩-২৪ পর্যন্ত)	১৪৫০৮৭৬১৯৪/=
	ডেফার্ড ডেবিট	
২৪	এক্সট্রা অডিনারী প্রপার্টি লসেস	১১৩৫৫৬৩২৬/=
২৫	প্রিলিমিনারী সার্ভে/ইনভেস্টিগেশন চার্জ	০০
২৬	আনক্লাসিফাইড ব্যয়	৩৩৭২৩৪৬৮৬/=
২৭	টেম্পোরারী ফ্যাসিলিটি	০০
২৮	অন্যান্য ডেফার্ড ডেবিট	০০
২৯	মোট ডেফার্ড ডেবিট (২৪-২৮ পর্যন্ত)	৪৫০৭৯১০১২/=
৩০	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+১১+২৩+২৯)	১৪৭৬৬৬৫৫৮৩৬/=

ক্র. নম্বর	দায় ও অন্যান্য ক্রেডিট	টাকা
	ইকুইটি মার্জিন	
০১	মেম্বার শীপ ইস্যু	৭৭১১২০/=
০২	মেম্বার শীপ আনইস্যু	২৪১০৫৩৩০/=
০৩	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	(২০৭১৬০৬১৮৬) /=
০৪	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	(২২০৯২৬৭৩৯) /=
০৫	অপারেটিং মার্জিন (সরকারী ভর্তুকি)	১৮২৯৯৪৪৭/=
০৬	নন অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	৬৫০০৭২১৩৭/=
০৭	নন অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	৯২৮৭১১৮৯/=
০৮	দানকৃত মূলধন ও মূলধনী লাভ	৩৭৭৫৭০৭২৬/=
০৯	মোট মার্জিন ও ইকুইটি (০১-০৮ পর্যন্ত)	(১১২৮৮৪২৯৭৪) /=
	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	
১০	পবিবোর্ড হতে নগদ ঋণ	০০
১১	পবিবোর্ড ঋণ কাইন্ড	১০৫৫৫৬৪৭৮১৪/=
১২	পবিবোর্ড হতে গৃহীত ঋণ প্রভিশনাল	১৫৪৫৯৪৬৪৮৬/=
১৩	পবিবোর্ড ঋণ অন্যান্য	০০
১৪	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (১০-১৩ পর্যন্ত)	১২১০১৫৯৪৩০১/=
	অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায়	
১৫	গ্রাহক জামানত	৪৯০৯০৪১০০/=
১৬	ইমপ্লয়ী বেনিফিট	৭৮১৩১০৬৫৫/=
১৭	সেলফ ইনস্যুরেন্স রিজার্ভ	০০
১৮	মোট অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায় (১৫-১৭ পর্যন্ত)	১২৭২২১৪৭৫৬/=
	চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	
১৯	হিসাব খাতে দেনা	২৩৪২৪৪৫৯৭/=
২০	সেচ অগ্রিম	০০
২১	এক্রুড ট্যাক্স	০০
২২	সময় উর্ত্তীণ সুদ	৩০৫০৯৭৯৭৬/=
২৩	সময় উর্ত্তীণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের কিস্তি	৯৮৭৮১০৮২০/=
২৪	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	৪৪৫২৩১৪০/=
২৫	মোট চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	১৫৭১৬৭৬৫৩৪/=
	ডেফার্ড ডেবিট	
২৬	নিরাপত্তা অগ্রিম ও জমা	৩৪৭১৭৯৬/=
২৭	গ্রাহক অগ্রিম নির্মাণ, পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ	০০/=
২৮	অন্যান্য ডেফার্ড ক্রেডিট	৯৪৬৫৪১৪২২/=
২৯	মোট ডেফার্ড ক্রেডিট (২৬-২৮ পর্যন্ত)	৯৫০০১৩২১৮/=
৩০	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (০৯+১৪+১৮+২৫+২৯)	১৪৭৬৬৬৫৫৮৩৬/=

পরিশেষে সমিতির কর্মকাণ্ডে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।
জয় বাংলা।

মোছাঃ আফরোজা বেগম
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
ঠাকুরগাঁও পবিস

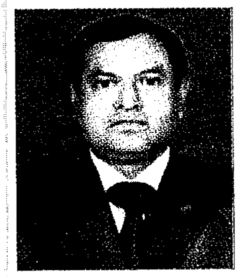

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৪ তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, পরিচালকমণ্ডলী, মহিলা পরিচালকবৃন্দ, গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

গ্রাম ও শহরের পার্থক্য দূরীকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "লাভ নয় লোকসান নয়" এই নীতিমালার ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা নিয়ে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ১৯৮৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মাসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ৫,৩৫,৪২৩ টি আবাসিক, ৩৮,৮৩৭ টি বাণিজ্যিক, ৪,৫৫১ টি শিল্প, ১৪,৮৯৮ টি সেচ, অন্যান্য ১০,৫৪৪ টি সহ সর্বমোট ৬,০৪,২৫৩ টি বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির বিভিন্ন স্থানে ২৪ টি অফিসের আওতায় ১৮ টি উপকেন্দ্র দ্বারা ১০৪ টি ফিডারের মাধ্যমে ১৩,৩৪৮ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ পূর্বক সম্মানিত গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে সমিতির অর্ন্তভুক্ত সকল উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করে থাকে। আপনাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিলের অর্থেই ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধসহ সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক অথবা এজেন্ট ব্যাংক এর পাশাপাশি টেলিটক, বিকাশ, রকেট ও নগদ এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনাদেরকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জরিমানা ছাড়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ইদানিং ট্রান্সফরমার চুরির হার অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির জনবল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে চুরি রোধ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই সর্বস্তরের জনগণকে চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যুৎ লাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট করে গাছের ডালপালা কাটতে সমিতির লোকজনকে সহায়তা করবেন এই প্রত্যাশা রইল। একই সাথে লাইনের নিচে এবং লাইন সংলগ্ন স্থানে গাছ না লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

আমরা গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করণের জন্য আলোর ফেরিওয়ালা ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম চালু রেখেছি। সমিতি পরিচালনায় আপনাদের যেকোন ভাল পরামর্শ গ্রহণ করতে আমরা সদা প্রস্তুত। আপনাদের নিকট হতে সমিতি পরিচালনায় সুপরামর্শ কামনা করছি। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, গ্রাহক সদস্য, সমিতি বোর্ড ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সকলের মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রতিবেদন পাঠ শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

জয় বাংলা

আবু আশরাফ মোঃ ছালেহ্
জেনারেল ম্যানেজার
ঠাকুরগাঁও পবিস

এক নজরে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
(ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত)

০১। সমিতির সদর দপ্তর	ঃ	জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও
০২। আয়তন	ঃ	৩,১৯৮ বর্গ কি.মি.
০৩। অন্তর্ভুক্ত উপজেলা	ঃ	১০ টি (ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া)
০৪। অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যা	ঃ	৯৬/০৪ টি
০৫। অন্তর্ভুক্ত গ্রাম	ঃ	১,৯৬৩ টি
০৬। বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ	১,৯৬৩ টি
০৭। অন্তর্ভুক্ত এলাকার জনসংখ্যা	ঃ	প্রায় ২৫,২১,৫৩৮ জন
০৮। এলাকা সংখ্যা	ঃ	০৭ টি
০৯। নির্বাচিত এলাকা পরিচালক	ঃ	০৫ জন
১০। মনোনীত এলাকা পরিচালক (পুরুষ)	ঃ	০৩ জন
১১। মনোনীত এলাকা পরিচালক (মহিলা)	ঃ	০৩ জন
১২। কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৭০৯ জন
১৩। জোনাল অফিস	ঃ	০৬ টি (পঞ্চগড়, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, রুহিয়া, দেবীগঞ্জ ও রাণীশংকৈল)
১৪। সাব-জোনাল অফিস	ঃ	০৩টি (বোদা, আটোয়ারী ও হরিপুর)
১৫। এরিয়া অফিস	ঃ	০৩ টি (গড়েয়া, ভূল্লী ও ময়দানদিঘী)
১৬। অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১১ টি (হরিহরপুর, ভাউলাগঞ্জ, নেকমরদ, দেবনগর, নয়াদিঘী, লাহিড়ী, শিবগঞ্জ, টেপ্রিগঞ্জ, বৈরচুনা, টুনিরহাট ও ফুলবাড়ী)
১৭। নির্মিত লাইন	ঃ	১৩,৩৪৮ কি.মি.
১৮। বিদ্যুতায়িত লাইন	ঃ	১৩,৩৪৮ কি.মি.
১৯। বিদ্যুতায়িত লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	ঃ	২৭,৪৬৯ টি
২০। সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ	৬,০৪,২৫৩ জন
২১। মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৬,০৪,২৫৩ জন
		ক) আবাসিক ঃ ৫,৩৫,৪২৩ জন
		খ) বাণিজ্যিক ঃ ৩৮,৮৩৭ জন
		গ) গভীর নলকূপ ঃ ১,৮১২ টি
		ঘ) অগভীর নলকূপ ঃ ১৩,০৩০ টি
		ঙ) এলএলপি ঃ ৫৬ টি
		চ) ক্ষুদ্র শিল্প ঃ ৪,৪৫৭ টি
		ছ) বৃহৎ শিল্প ঃ ৯৪ টি
		জ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান ঃ ১০,৩৮৭ টি
		ঝ) রাস্তার বাতি ও অন্যান্য ঃ ১৫৭ টি
২২। উপকেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	১৮ টি
২৩। উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	ঃ	২৩০ এমভিএ
২৪। বিল আদায়ের হার (রিবেট ব্যতীত)	ঃ	১০৩.০১%
২৫। সিস্টেম লস (বিলিং মিটার)	ঃ	৯.৩২%
২৬। বকেয়া মাস (রিবেট ব্যতীত) (জুন/২২)	ঃ	০.৮৮ মাস

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

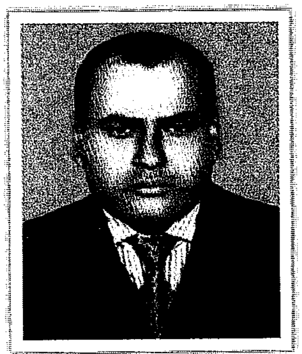

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) ও সহ-সভাপতি
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

মোঃ কামরুজ্জামান
সচিব ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭

মোছাঃ আফরোজা বেগম
কোষাধ্যক্ষ ও মনোনীত মহিলা পরিচালক
এলাকা নং-০৫, ০৬ ও ০৭

মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

প্রমিলা রানী রায়
মনোনীত মহিলা পরিচালক
এলাকা নং-০১ ও ০২

মোছাঃ আরিফা সুলতানা
মনোনীত মহিলা পরিচালক
এলাকা নং-০৩ ও ০৪

মোঃ রজব আলী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৬

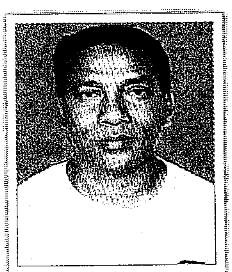

মোঃ আল মামুন
মনোনীত এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০১ ও ০২

মোঃ রশিদুল ইসলাম
মনোনীত এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৩ ও ০৪

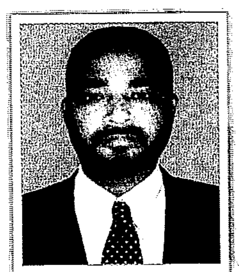

মোঃ আকবর আলী
মনোনীত এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৫, ০৬ ও ০৭

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

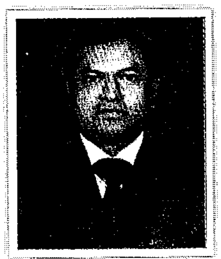

আবু আশরাফ মোঃ ছালেহ্
জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ বাচ্চু মিয়া
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পীরগঞ্জ জোনাল অফিস

ফেরদৌস আলম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি)
সদর দপ্তর

মোঃ আতাউর রহমান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস

মোঃ মেহেদী হাসান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পঞ্চগড় জোনাল অফিস

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
রুহিয়া জোনাল অফিস

মোঃ নেজামুল ইসলাম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
রাণীশংকৈল জোনাল অফিস

মোঃ আহসান কবীর
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস

কাজী হাফিজুল ইসলাম
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
আটোয়ারী সাব-জোনাল অফিস

মোঃ তাহমিদুর রহমান
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)
সদর দপ্তর

এস এম নাহিদ সিরাজ
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ইএন্ডসি)
সদর দপ্তর

হিতেন্দ্রনাথ বর্মন
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
বোদা সাব-জোনাল অফিস

মাসুদ রানা
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস

মোঃ কামরুল হাসান
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস

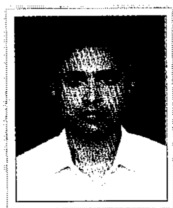

মোঃ বায়েজিদ হোসেন শাহ
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম)
সদর দপ্তর

রুমন ইসলাম
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
পীরগঞ্জ জোনাল অফিস

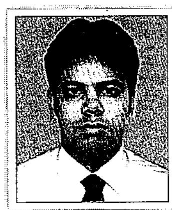

মোঃ রাফসান জানি
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
পঞ্চগড় জোনাল অফিস

মোঃ মাহমুদুল হাসান মেহেদী
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (আইটি)
সদর দপ্তর

মোঃ আশফাক খায়রুল
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
রাণীশংকৈল জোনাল অফিস

মোঃ আসাদুজ্জামান
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
হরিপুর সাব-জোনাল অফিস

মোঃ আফজাল আলী মন্ডল
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ-রাজস্ব)
সদর দপ্তর

মোঃ সোহেল রানা
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (আইটি)
সদর দপ্তর

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (মানব-সম্পদ)
সদর দপ্তর

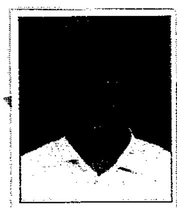

মোঃ অরিকুল ইসলাম
সহঃ জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম)
রুহিয়া জোনাল অফিস

তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়
(সিস্টেম অপারেশন ও বিতরণ)
রংপুর জোন, বাপবিবো রংপুর

সৈয়দ নিয়াজ মোহাম্মদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোঃ রবিউল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী

মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী

রিটেইনার ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান এবনে তাজ
রিটেইনার ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল জব্বার
রিটেইনার ডাক্তার

আইন উপদেষ্টা

এ্যাডঃ মোঃ আনিসুর রহমান খান (মিলন)
আইন উপদেষ্টা

এ্যাডঃ মোঃ আমিনুর রহমান
আইন উপদেষ্টা

এক অবস্থানের সেবা

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সদর দপ্তর, জোনাল অফিস এবং সাব-জোনাল অফিসসমূহের এক অবস্থানে সেবা কাউন্টারে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট/বিল/মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, নাম পরিবর্তন, লোড বৃদ্ধিসহ সকল ধরনের অভিযোগ/ আবেদন জানানো যাবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ যেমনঃ চলতি মাসের বিল পাওয়া যায়নি, বকেয়া বিল, অতিরিক্ত বিল, বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত এসএমএস পাওয়া যায়নি ইত্যাদির জন্য "এক অবস্থানে সেবা কাউন্টার" এ যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হবে। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তীতে যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নির্দিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্র/এরিয়া অফিস/সাব-জোনাল অফিস/জোনাল অফিস/সদর দপ্তরে জানানো হলে আপনাকে একটি অভিযোগ নম্বর ও নিষ্পত্তির সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করা সম্ভব না হয়, তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

বিবিধ চার্জ/ ফি

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/ প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	নতুন সংযোগের এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
০৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৫০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
০৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/ গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
		ইএইচটি		৪০০০.০০
০৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৭	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাটআউট সহ ট্রান্সফরমার ভাড়া।	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		০২ টাকা কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পরে।		০৪ টাকা কেভিএ/দিন

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়

- ৫০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত সকল সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ, সার্ভিস ড্রপসহ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক বহন করা হবে।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে ০২ স্প্যান পর্যন্ত এইচটি ও এলটি, কনভার্সন এবং নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।
- পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
- সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নের ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন।

- বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব (CFL & LED) ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
- মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। এর সার্বিক অবস্থা ও সীলসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- ইদানিং একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফরমার/বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সমিতিকে সহযোগিতা করুন।
- রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত সেচযন্ত্র চালান।
- **পিক-আওয়ার: বিকাল ০৫ টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।** অফ-পিক আওয়ার: রাত ১১টা থেকে পরদিন সকাল ০৭ টা পর্যন্ত।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে কতিপয় সতর্কবাণী

- বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর কৌতুহলবশতঃ কখনও কোন রশি, কাঁচা কঞ্চি অথবা তৎজাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবেন না।
- ছোট ছেলে-মেয়েদের দ্বারা কখনও সুইচ, সকেট, হোল্ডারে বাল্ব লাগানোর বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
- ভিজা হাতে অথবা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না; সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
- সুইচ "অন" করা অবস্থায় কখনও হোল্ডারে বাল্ব লাগানোর বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
- সকেট থেকে প্লাগ বিচ্ছিন্নকরণের সময় তার ধরে টানবেন না; বরং প্লাগের দুই পার্শ্বে চেপে ধরে সাবধানে আলাদা করুন।
- কোন ব্যক্তি বা অন্য জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে শুকনো কাঠ/বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।
- বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছেঁড়া অবস্থায় দেখার সাথে সাথে সমিতিতে খবর দিন এবং সমিতির লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন যাতে কেউ বিচ্ছিন্ন তার স্পর্শ না করতে পারে।
- বৈদ্যুতিক খুঁটি অথবা টানা তার সংলগ্ন মাটি কেটে উঠাবেন না তাতে খুঁটি হেলে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- বৈদ্যুতিক খুঁটিতে অথবা টানা তারে গরু ছাগল বাঁধবেন না।
- বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা কাটার সময় যদি তারের উপর পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ-পালা কাটার আগে সমিতিতে খবর দিন।
- বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষতি হতে পারে এমনভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনের নিচে বসতবাড়ী স্থাপন বা নতুন গাছ লাগাবেন না।
- বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পাশে কখনও ঘুড়ি উড়াবেন না বা কাউকে উড়াতে দেবেন না।
- কোন অবস্থাতেই ঝুলন্ত ফ্ল্যাক্সিবল বা নিম্নমানের তার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন না, তাতে আপনার বিপদ ঘটতে পারে।
- মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।
- আপনার সংযোগ হতে কোন প্রকার পার্শ্ব সংযোগ দ্বারা অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না।

সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

এসি বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাতঃ ক্ষমতার অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইনডাকটিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি অপচয় বেশি হয়। সমিতি কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর মান ০.৯৫ (শতভাগ ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা বাঞ্ছনীয়। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর/অটো পি.এফ.আই ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অসুবিধাসমূহ

- নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সরবরাহ করতে কারেন্ট বেড়ে যায়।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায় ফলে ভোল্টেজ কম পাওয়া যায়।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য তারের সাইজ বাড়াতে হয় নতুবা তার পুড়ে যায়।
- বিদ্যুতের অপচয় বৃদ্ধি পায়, ফলে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে হয়।
- সার্কিটের তার, ট্রান্সফরমার, মটর প্রভৃতিতে উত্তাপজনিত বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় বৃদ্ধি পায়।
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির কর্মদক্ষতা ও আয়ু কমে যায়।
- কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য বিদ্যুৎ বিলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির সুবিধা

- মটরের তারের পাওয়ার লস এবং ভোল্টেজ ড্রপ কমবে।
- ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে মটর বিরতিহীন ভাবে কাজ করবে, মটর গরম হবে না ফলে মটরের আয়ুষ্কাল বেশি হবে।
- ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে সিস্টেম লস কম হবে।
- ফিডারের ক্যাপাসিটিসহ সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রাফ চিত্রে সমিতির কর্মকাণ্ড

CATEGORY WISE CONSUMER CONNECTION (CUMULATIVE)

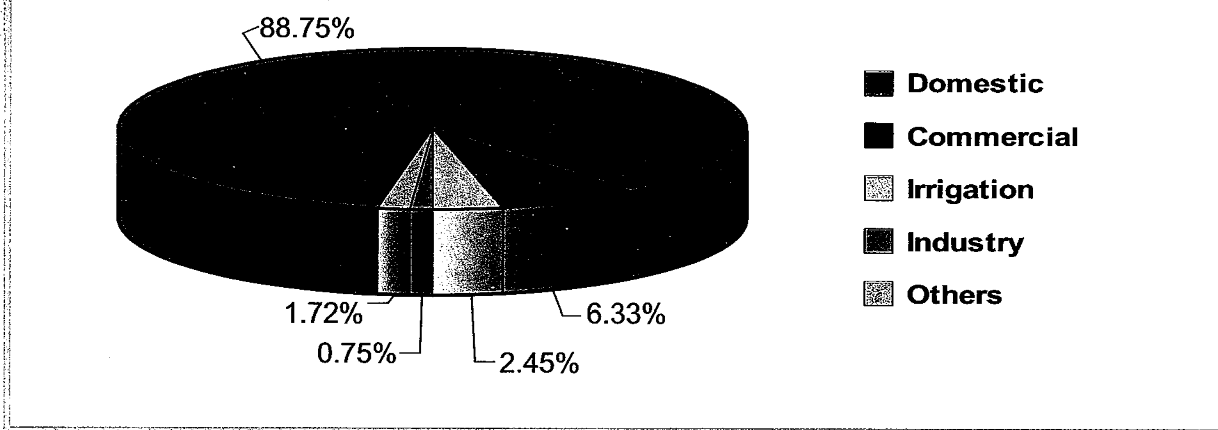

MONTH OUTSTANDING

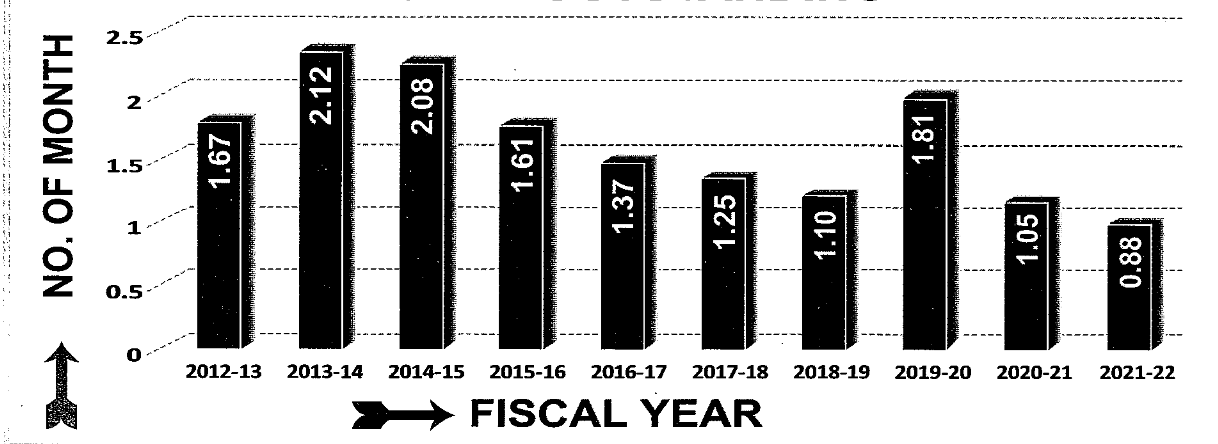

SYSTEM LOSS

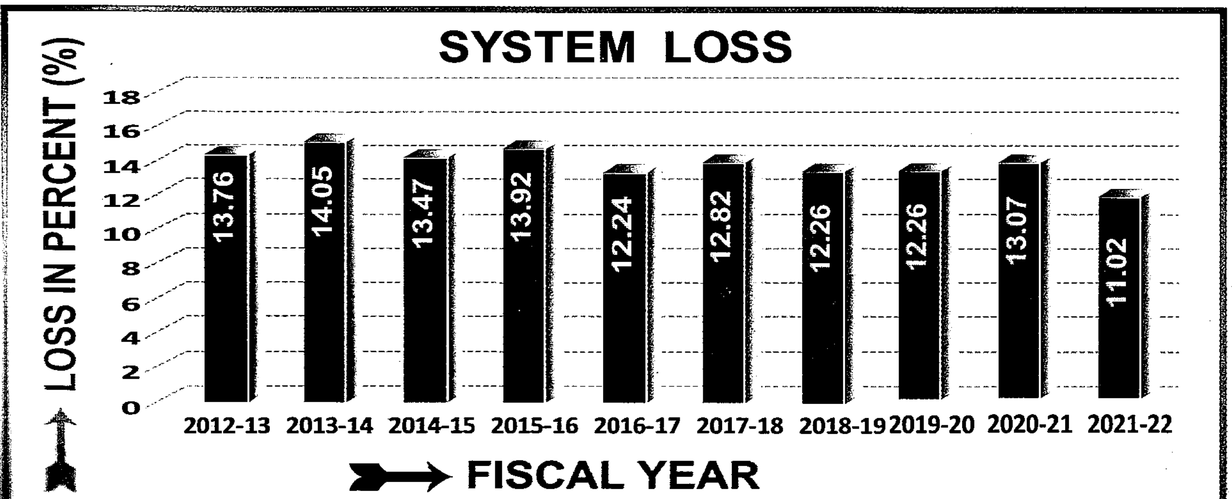

স্থিরচিত্রে সমিতির কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান **জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন** মহোদয়ের ঠাকুরগাঁও পবিস পরিদর্শনের একাংশ।

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অ
অত্র সমিতির জেনারেল ম্যানেজারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্ত
কর্মচারীবৃন্দ।

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত উঠান বৈঠকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সংযুক্ত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের উপ-সচিব **জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম**, বিআরইবি চেয়ারম্যান **জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন**, সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা) **জনাব মুহাম্মদ মতিউর রহমান** এবং পরিচালক পবিস মনিটরিং ও ব্যাঃ পঃ (উঃ অঃ) পরিদপ্তর **জনাব বিধান রঞ্জন বৈশ্য**। সমিতির জেনারেল ম্যানেজারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক ও জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান **জনাব মোহাং**
উদ্দিন মহোদয় কর্তৃক ঠাকুরগাঁও পবিস এর পঞ্চগড় জোনাল
চত্বরে বৃক্ষ রোপনের স্থিরচিত্র।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ এ ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং মেলার স্টল পরিদর্শন করেন ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক **জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান**।

ঠাকুরগাঁও পবিসের বিশেষ স্টাফ সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচ
পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরি
বাপবিবো **জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন**।

বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকসমূহের তালিকা :

সদর দপ্তরের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

ক্র: নং	ব্যাংকের নাম	শাখা	ক্র: নং	ব্যাংকের নাম	শাখা
১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	বেগুনবাড়ী শাখা	১১	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও শাখা
২	ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও শাখা	১২	পূবালী ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আউলিয়াপুর শাখা	১৩	পূবালী ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও রোড শাখা
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ভেলাজান শাখা	১৪	রূপালী ব্যাংক লি:	ভূল্লী শাখা
৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	নারগুন/বড় খোচাবাড়ী শাখা	১৫	প্রাইম ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও শাখা
৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	মাদারগঞ্জ শাখা	১৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি:	ঠাকুরগাঁও শাখা
৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কার্তিকতলা শাখা	১৭	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	গড়েয়া শাখা
৮	জনতা ব্যাংক লি:	স্টেশন রোড শাখা	১৮	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	শিবগঞ্জ শাখা
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি:	মুন্সিরহাট শাখা	১৯	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	ভাউলার হাট শাখা
১০	ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি:	ভূল্লী শাখা			

বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	চাড়োল শাখা	৪	অগ্রণী ব্যাংক লি:	বালিয়াডাঙ্গী শাখা
২	জনতা ব্যাংক লি:	লাহিড়ী হাট শাখা	৫	পূবালী ব্যাংক লি:	নেকমরদ শাখা
৩	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	স্কুল হাট শাখা			

পঞ্চগড় জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	হাড়িভাসা শাখা	৭	ডাচবাংলা ব্যাংক লি:	পঞ্চগড় শাখা
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ঝলইশালসিড়ি শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লি:	টুনিরহাট শাখা
৩	ব্যাংক এশিয়া	পঞ্চগড় শাখা	৯	অগ্রণী ব্যাংক লি:	চাকলাহাট শাখা
৪	পূবালী ব্যাংক লি:	পঞ্চগড় শাখা	১০	অগ্রণী ব্যাংক লি:	জগদলহাট শাখা
৫	উত্তরা ব্যাংক লি:	পঞ্চগড় শাখা	১১	অগ্রণী ব্যাংক লি:	শালবাহান শাখা
৬	অগ্রণী ব্যাংক লি:	ভজনপুর শাখা	১২	রূপালী ব্যাংক লি:	ময়দানদিঘী শাখা

দেবীগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	দেবীগঞ্জ শাখা	৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	লক্ষীরহাট শাখা
২	জনতা ব্যাংক লি:	দেবীগঞ্জ শাখা	৮	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	সোনাহার শাখা
৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:	দেবীগঞ্জ শাখা	৯	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কালীগঞ্জ শাখা
৪	ন্যাশনাল ব্যাংক লি:	ভাউলাগঞ্জ বাজার শাখা	১০	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	কালীগঞ্জ শাখা
৫	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	সোনাহার বাজার শাখা	১১	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	ভাউলাগঞ্জ বাজার শাখা
৬	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট)	কালীগঞ্জ শাখা	১২	জনতা ব্যাংক লি:	ফুলবাড়ি শাখা

পীরগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	জনতা ব্যাংক লি:	পীরগঞ্জ শাখা	৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ভাবনাগঞ্জ শাখা
২	অগ্রণী ব্যাংক লি:	পীরগঞ্জ শাখা	৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	পীরগঞ্জ শাখা
৩	পূবালী ব্যাংক লি:	পীরগঞ্জ শাখা	৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	গোগর হাট শাখা
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ভোমরাদাহ শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	করনাই হাট শাখা

রাণীশংকৈল জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	জনতা ব্যাংক লি:	রাণীশংকৈল শাখা	৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ধর্মগড় শাখা
২	অগ্রণী ব্যাংক লি: (দুয়ার)	রাণীশংকৈল শাখা	৫	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	নেকমরদ শাখা
৩	পূবালী ব্যাংক লি:	নেকমরদ শাখা			

রুহিয়া জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ফাড়াবাড়ী শাখা	৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	রুহিয়া শাখা
২	জনতা ব্যাংক লি:	রুহিয়া শাখা	৪	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	আখানগর বাজার শাখা

বোদা সাব-জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	সাকোয়া শাখা	৬	জনতা ব্যাংক লি:	বলরামপুর শাখা
২	এন আর বি সি	বোদা শাখা	৭	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	পাচপীর শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	বোদা শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	সাকোয়া শাখা
৪	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	সাতখামার বোদা শাখা	৯	ইসলামী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	সাকোয়া শাখা
[illegible]	ইউসিবিএল	বোদা শাখা	১০	ব্যাংক এশিয়া	বোদা শাখা

আটোয়ারী সাব-জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

[illegible]	জনতা ব্যাংক লি:	আটোয়ারী শাখা	৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	মির্জাপুর শাখা
[illegible]	অগ্রণী ব্যাংক লি:	আটোয়ারী শাখা	৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	তড়েয়া শাখা
[illegible]	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আটোয়ারী শাখা			

হরিপুর সাব-জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখাসমূহ

[illegible]	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	চৌরঙ্গী শাখা	৪	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	যাদুরাণী বাজার শাখা
[illegible]	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	যাদুরাণী শাখা	৫	অগ্রণী ব্যাংক লি: (এজেন্ট ব্যাংক)	কাঠালডাংগী বাজার শাখা
[illegible]	অগ্রণী ব্যাংক লি:	হরিপুর শাখা			

বিদ্যুৎ আইন

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে ইলেক্ট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ

(সূত্র: গেজেট ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মোতাবেক)

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/দণ্ড
ধারা-৩২ (১)	অসাধু উপায়ে বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২ (২)	অসাধু উপায়ে শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩ (১)	অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩-(২)	অবৈধভাবে বাসগৃহে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহার করিলে	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৪	অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে	অন্যূন ০১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিলে	অন্যূন ০২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৬	বৈদ্যুতিক চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিলে	অনধিক ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৭	বিদ্যুৎ সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বা কোন ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিলে	অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৮ (ক)	লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে মিটার সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন অথবা অন্য কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে	অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৮-(খ)	লাইসেন্সির লিখিত অনুমোদন ব্যতিত বিদ্যুতের ব্যবহার বা পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে	
ধারা-৩৮-(গ)	ইচ্ছাকৃত বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ক্ষতিসাধন বা ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে	
ধারা-৩৮-(ঘ)	লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে	
ধারা-৩৯ (ক)	বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু রাখিলে বা নিক্ষেপ করিলে	অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৯ (খ)	লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অবহেলা বশতঃ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু রাখিলে বা নিক্ষেপ করিলে	অনধিক ০১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মানুষের কল্যাণের জন্য আইন

গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্ট : স্বরলিপি প্রেস, ঠাকুরগাঁও। ০১৭৭৩৯৬৩০১২